দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 JUL 1998
পৃঃ ৭ কলাম ৭

বুয়েটের প্রশাসনিক কার্যক্রম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে

আনোয়ার আলদীন ॥ পদত্যাগের আড়াই মাস কাটিয়া গেলেও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদের ব্যাপারে সরকারীভাবে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় বুয়েটের প্রশাসনিক কার্যক্রম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বুয়েটের সর্বোচ্চ কার্যকরী পরিষদ সিন্ডিকেট, ফাইন্যান্স কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক বন্ধ। নূতন শিক্ষক ও অফিসার নিয়োগ এবং পদোন্নতিও স্থবির হইয়া আছে।

(২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বুয়েটে প্রশাসনিক

(প্রথম পৃঃ পর)

সিন্ডিকেট সভা না হওয়ার কারণে সিন্ডিকেট কর্তৃক স্থাপত্য বিভাগের পদত্যাগপত্র পেশকারী ১৩ জন শিক্ষকের বিষয়েও কোন ফয়সালা হইতেছে না।

ফলে গত ৫ মাস ধরিয়া স্থাপত্য বিভাগেও অচলাবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ১৩ জন শিক্ষকের পুনর্বহালের দাবীতে ক্লাস বয়কট করিতেছে।

ফলে কার্যতঃ বুয়েটের অচলাবস্থা কাটে নাই। উল্লেখ্য, স্থাপত্য বিভাগের ১৩ জন শিক্ষকের পদত্যাগকে কেন্দ্র করিয়া বুয়েটের প্রশাসন ও স্বায়ত্তশাসনে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে বুয়েটের ভিসিসহ ৭১ জন শিক্ষক বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ হইতে পদত্যাগ করেন। ভিসির পদত্যাগপত্র প্রেরণ করা হয় বুয়েটের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট। শিক্ষকদের পদত্যাগপত্র জমা হয় পদত্যাগী ভিসির দফতরে। উহার পর হইতে শুরু হয় অচলাবস্থা। শিক্ষক ও অফিসার-কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেন। উহার পর একটানা ৩৫ দিন কর্ম বিরতি শেষে শিক্ষকরা গত ৮ই জুন তাহাদের কর্মসূচী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রেক্ষিতে ১৪ই জুন হইতে ক্লাস শুরু হয়। সরকারী মহল হইতে শিক্ষকদের পদত্যাগ এবং শিক্ষকদের দাবীর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় এক পর্যায়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের স্বার্থে কর্মসূচী প্রত্যাহার করেন। শিক্ষকদের পদত্যাগের পর সরকার এই বিষয়ে নিরব হইয়া যায়।

১৪ই জুন হইতে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত হইলেও কতিপয় ছাত্র বিশ্বকাপ দেখার অজুহাত তুলিয়া ক্লাস বর্জন শুরু করিলে বুয়েট আবার এক মাসের অনির্ধারিত বন্ধের কবলে পড়ে। বন্ধের মধ্যে অবশ্য মাষ্টার্সের কিছু ক্লাস হয়। একটানা আড়াইমাস পর গত মঙ্গলবার খুলিয়াছে বুয়েটের বন্ধ দুয়ার। কিন্তু প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে নাই। কারণ পদত্যাগী ভিসির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হইতে 'হ্যাঁ' বা 'না' কোন সিদ্ধান্ত আসে নাই। ঝুলিয়া আছে বিষয়টি। ফলে নীতিগতভাবে এবং মানসিক টানাপোড়েনে ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদ কোন উচ্চ পরিষদের সভা ডাকিতে চাহিতেছেন না। ইতিমধ্যে অবশ্য গত মাসের শেষে বুয়েটের বাজেট পাস করার জন্য সিন্ডিকেট ও ফাইন্যান্স কমিটির একটি সভা হইয়াছে। তবে সেখানে বাজেট ছাড়া অন্য কোন বিষয় স্থান পায় নাই।

একটি সূত্র জানায়, সরকার বর্তমান ভিসির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া নূতন একজন ভিসি নিয়োগের চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। তবে ডঃ ইকবাল মাহমুদ বাদে অন্য কোন ভিসিকে বুয়েটে গ্রহণ করা হইবে না— এই মর্মে শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সরকার নয়া ভিসি নিয়োগের বিষয়টি নিয়া সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হইতেছে না। ইতিমধ্যে নূতন ভিসি হিসাবে নিয়োগলাভের আশায় ৩ জন শিক্ষক জোর লবিং অব্যাহত রাখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

তবে দেশের একমাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষাবিনাশী অবস্থার অবিলম্বে অবসান হওয়া জরুরী বলিয়া ওয়াকিফহাল মহল মনে করেন।